উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, গোয়াইনঘাট, সিলেট
এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ**
  (২০১৯-২০ , ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছর)

বাংলাদেশ এসডিজি পর্যায়ে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে জৈন্তাপুর উপজেলায় আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ৩৮০, ৩৯৫, ৪০০ ও ৫০২ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ১২০, ১৩৫ , ১৪০ ও ৭৯ টি।
- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ২০১৩৬ , ২১৩১৬ ,২৫০১০ ও ৩৪৯০০০ মাত্রা গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ১১০২০, ১৩৯৯৫, ১৬১২২৩ ৩১৯৪০ গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ১২০, ২৩০ ,৩৫০ ও ৫০৫ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৫২, ৫৮, ৬০ ও ৬১ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ২১৪, ৬৮, ৪৮ ও ৯৮ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ৪০, ১৫, ২৫ ও ২৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ০, ১ , ১ ও ১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

- **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, আবির্ভাবযোগ্য রোগ প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, লাগসই প্রযুক্তির ঘাটতি, প্রণোদনামূলক ও মূল্য সংযোজনকারী উদ্যোগের ঘাটতি, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, খামারির সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানের ঘাটতি, সীমিত জনবল ও বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে নমুণা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার অনুসরণে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ৯০০ টি প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনয়ন এবং ২২০ টি সংকর জাতের অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদন করা
- গবাদিপশু পাখির রোগ প্রতিরোধে ২.৫৭৮ লক্ষ মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ১৪ টি ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হবে। রোগ প্রতিকারে ০.২২৫ লক্ষ গবাদিপশু ও ১.২ লক্ষ পোল্ট্রিকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ৪০০ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৬৫ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে ৮৫টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ৩৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ১ টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে।